মেহেরপুর শহরের শহিদ হামিদ সড়ক সংস্কার কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের অবহেলিত শহিদ হামিদ সড়ক (সাবেক মেয়র মোতাসিম বিল্লাহ মতুর বাড়ি থেকে দবিরের মোড় পর্যন্ত) সংস্কার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে রাস্তাটি সংস্কার কাজের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব,২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল আল মামুন।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর থানা যুবলীগের সভাপতি আনু বিল্লাহ, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সদস্য,সাজেদুর রহমান সাজু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সফুয়ান আহাম্মেদ রুপক, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক মো: জুয়েল রানা প্রমুখ।

আমঝুপি-শ্যামপুর সড়কে ঠিকাদারের কাজ করে দিয়েছে সড়ক বিভাগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-মদনা-শ্যামপুর সড়কে ৪২ লাখ ৬৯ হাজার টাকা বরাদ্দে চার কিলোমিটার সড়কের সংস্কার কাজের জন্য দরপত্র দেয় সড়ক ও জনপথ বিভাগ। যে কাজটি পায় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের মালিকানাধীন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সেলিনা এন্টারপ্রাইজ।

দরপত্র হওয়ার পরও ওই সড়কে রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ থেকে ভাঙাচোরা মেরামত করিয়েছেন সড়ক বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান।

ফলে সরকারি অর্থ তছরুপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

গত বছরের নভেম্বর মাসে কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হলেও চলতি বছরের মে মাসেও কাজ শুরু হয়নি। তবে এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের সচিবের পরিদর্শনের দোহায় দিয়ে ভাঙা চোরার কাজ করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের খরচে। অথচ ভাঙা কাজের জন্য দরপত্রে বরাদ্দ দেওয়া রয়েছে ১লাখ ৭৪ হাজার টাকা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের ট্রাক গিয়ে বিভিন্ন স্থানের ভাঙাচোরা সংস্কার করে। স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন ধরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের লোকজ ট্রাক নিয়ে এসে ভাঙাচোরা কাজ করে গেছে। শুনেছি, এই রাস্তার টেণ্ডার হয়েছে। কিন্তু কেন যে কাজ শুরু হচ্ছে না তা জানিনা।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী শাহীন উদ্দিন এ কাজের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জানান, আগামীকাল (আজ) থেকে কাজ শুরু করার কথা। তবে সড়ক বিভাগ থেকে যে কাজ করা হয়েছে তা বরাদ্দ থেকে সমন্বয় করা হবে।

তবে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান প্রথমে স্বীকার না করলেও পরে বলেন, সচিব স্যারের মেহেরপুরে কর্মসূচী ছিলেন। সে কারণে জেলার যে যে সড়কে ভাঙা চোরা ছিলো সেগুলো মেরামত করা হয়েছে। ওই হিসেবে ওই সড়কও মেরামত করা হয়েছে।